‘নিজের মতো করে যদি ছবি বানানো না যায় তাহলে আমি ছবি বানানোর পক্ষপাতি নই’

- সালাহ্ উদ্দিন লাভলু
নির্মাতা

সাপ্তাহিক ২০০০ : চলচ্চিত্র পরিচালনা করবেন এ ধরনের পরিকল্পনা কি আগে থেকেই ছিল আপনার?

সালাহ্ উদ্দিন লাভলু : চলচ্চিত্র পরিচালনা করবো এ ধরনের পরিকল্পনা কখনই ছিল না। আমি অভিনয়, চিত্রগ্রহণ এবং পরিচালনার কাজকে আরো কীভাবে ভালো করা যায় এসব নিয়েই বেশি ভাবতাম। আমার সঙ্গে চলচ্চিত্রের কোনো প্রযোজকের পরিচয়ও ছিল না। আমার তখন রঙের মানুষ নাটকটি চলছে। এর মধ্যে মতিউর রহমান পানু ঐ নাটকটি দেখে এক সময় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং ছবি পরিচালনার জন্য প্রস্তাব দেন। আমি তার সঙ্গে ছবি বানানোর বিষয়ে আমার স্বাধীনতার কথা বলি। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করলে আমি ছবিটির কাজে হাত দেই।

২০০০ : আপনার ছবি মোল্লাবাড়ির বৌ। এ ছবিটি কতোটুকু সফলতা পেয়েছে বলে মনে করেন?

লাভলু : আমার ছবিটি নিয়ে আমি আশাবাদী ছিলাম। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় আমরা একসঙ্গে ২৬টি প্রিন্ট ছেড়েছি। আজ তিন চার সপ্তাহ হলো, কোনো হল থেকে প্রিন্টগুলো ফিরে আসেনি। আমাদের চলচ্চিত্রের এমন একটা অস্থির সময়ে একটা ছবি এক সপ্তাহের বেশি চলে না। সেখানে আমাদের ছবি এ দেশের নিম্নবিত্ত থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ দেখছেন। সব কিছু মিলিয়েই ছবিটি দর্শকদের টেনেছে এবং দর্শক বিনোদিত হচ্ছে। যার জন্য আমার মনে হয় আমাদের শ্রমটা সার্থক হয়েছে।

২০০০ : একটি ভালো ছবি যে দর্শকদের সিনেমা হলে ফিরিয়ে আনে এটা আবারো প্রমাণিত হলো আপনাদের ছবির মাধ্যমে। দর্শকদের হলমুখী করার লক্ষ্যে নিয়মিত এ ধরনের ছবি পরিচালনা করবেন কি?

লাভলু : আসলে এভাবে এখনো ভাবিনি। আমাকে যে ছবি বানাতেই হবে এমন নয়। আমি মূলত নাটকের মানুষ। ছবি নিয়মিত করার ইচ্ছে আছে। তবে সমস্যা হলো এখানে অনেক বেশি টাকার প্রয়োজন হয়। যার জন্য নিজের মতো করে নয়, অনেক সময় প্রযোজকের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে হয়। কারণ যিনি এতো টাকা বিনিয়োগ করছেন তিনি তো বাণিজ্যিক বিষয়টি চাইবেন। নিজের মতো করে যদি ছবি বানানো না যায় তাহলে আমি ছবি বানানোর পক্ষপাতি নই। ভবিষ্যতে যদি কেউ সুস্থ ছবি নির্মাণের জন্য কোনো প্রযোজক আমাকে বলেন এবং নিজে কাজ করার মতো পরিবেশ থাকলে ছবি নির্মাণ করবো। তবে এমন কোনো ইচ্ছে নেই যে প্রত্যেক বছরে একটি করে ছবি নির্মাণ করবো। সময়, সুযোগ ও পারিপার্শ্বিকর্তা অনুকূলে থাকলে ছবি বানাবো।

২০০০ : এফডিসিকেন্দ্রিক একটি অভিযোগ রয়েছে যে নিয়মিত চলচ্চিত্র নির্মাতা ছাড়া নতুন কেউ কাজ শুরু করলে তারা সাহায্য করা তো দূরের কথা, সমস্যার সৃষ্টি করে। কাজ করতে গিয়ে এ বিষয়টির কতোটুকু সত্যতা পেয়েছেন?

লাভলু : এ ধরনের কথা শুনেছি। তবে কাজ করতে গিয়ে আমার কাছে বিষয়টি উল্টো মনে হয়েছে। কারণ আমি যেদিন পরিচালক সমিতির সদস্য হলাম এবং ছবিটির কাজ যেদিন থেকে শুরু করলাম এরপর ছবি নির্মাণের শেষ দিনটি পর্যন্ত সবাই আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। এমন কি ব্যক্তিগতভাবে অনেক পরিচালক আমার খোঁজ খবর নিয়েছেন যে কাজে কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না? এমন কি এফডিসির টেকনিক্যালম্যান যারা আছেন তারাও আমাকে সাহায্য করেছেন। আমি এই মাধ্যমে নতুন। এখানে কাজ করতে এসে আমার মনে হয়েছে নতুন শিশুকে সবাই যেমন কোলে নিয়ে আদর করে, আমার ক্ষেত্রেও তেমনটি হয়েছে।

২০০০ : আপনার কাছে দর্শকরা আশা করেনি মোল্লাবাড়ির বৌ ছবিতে হিন্দি গানের নকল করে গান পরিবেশন করা?

লাভলু : আসলে দর্শক আমার কাছে এটা আশা করে না এটা ঠিক। আমাদের ছবিতে যতোগুলো গান আছে সবই কিন্তু গল্পের সঙ্গে যোগসূত্র রেখেই করা। আমাদের চিন্তা ছিল কাহিনীর বাইরে যেন কোনো গান না যায়। হিন্দির অনুকরণে যে গানের কথা বললেন সেই গানও কিন্তু কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। তবে এটা না থাকলেও হতো। সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক চিন্তা ভাবনা থেকে গানটি সংযুক্ত করা। প্রথমে গানটি এমন ছিল না। প্রযোজক আমাকে সাজেশন দিলেন এই গানটি এমন হলে কেমন হয়? তখন উপস্থিত সবাই আমাকে সাপোর্ট করলেন এতে বাণিজ্যিক দিকটি বৃদ্ধি পাবে। এভাবেই আসলে হয়ে গেছে। তবে গানটির ক্ষেত্রে কিন্তু আমি বাঙালি ঘরানার ছাপ রেখেছি।

মোল্লাবাড়ির বৌ ছবিতে রিয়াজ ও শাবনূর

২০০০ : আপনার ছবি এবং নাটকে কমেডির বিষয়টি বেশি দেখা যায়, এ সম্পর্কে বলবেন কি?

লাভলু : আসলে আমি কমেডি পছন্দ করি। এ দেশের মানুষ হাসতে চায় এবং বিনোদিত হতে চায়। কাহিনীর প্রয়োজনে মানুষকে বিনোদন দেয়াটার একটি মূল উপাদান হলো কমেডি। কমেডি যদি সুস্থভাবে আসে তাহলে সেটি ভালো। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও আবার নাটকেরও।

২০০০ : আকাশ সংস্কৃতির যুগে দর্শক ধরে রাখতে করণীয় কি হতে পারে?

লাভলু : এখানে দর্শকদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। এখন সবকিছুই উন্মুক্ত। তাদের যা ভালো লাগবে তাই গ্রহণ করবে। দর্শক রুচি সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন হয়। দর্শক ধরে রাখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব টিভি চ্যানেল এবং নির্মাতাদের চ্যানেলের দায়িত্ব দেশের সংস্কৃতি তুলে ধরতে ভালো অনুষ্ঠান নির্মাণের সুযোগ করে দেয়া। আমি বিশ্বাস করি মানুষ সব সময় ভালো কিছু গ্রহণ করে। যে যখন ভালো কিছু পায় না তখন বিকল্প পথ দেখে। সে ক্ষেত্রে নির্মাতাদের দায়িত্ব হলো ভালো কিছু টিভি অনুষ্ঠান নির্মাণ করা। অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে মানুষ ভালো কিছুর পক্ষে এবং তা গ্রহণ করে। যার জন্য নির্মাতাদের জীবন ঘনিষ্ঠ, বাস্তব চিত্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে আনতে হবে। শুধু পয়সার জন্য বা করার জন্য করা এ কথায় কোনো কিছু না ভেবে শুধু টাকা আয়ের জন্য অনুষ্ঠান বানালে তো দর্শক দেখবে না। কারণ বিশ্ব এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। তারা ভালো কি খারাপ কি এটা বুঝে। আকাশ সংস্কৃতি তো উন্মুক্ত। এটাকে ঠেকিয়ে রাখার উপায় নেই। আপনি অন্য দেশের চ্যানেল বন্ধ করবেন। লাভ কি? ইন্টারনেট, সিডি বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। যার জন্য তাদের ফিরিয়ে আনতে আমাদের দায়িত্বশীল হতে হবে। ভালো কিছু দিতে পারলে তারা আপনা আপনিই দেখবে।

২০০০ : এবার ছবি থেকে ফিরে আসি আপনার সার্বিক কাজে। বর্তমানে কি নিয়ে ব্যস্ত আছেন?

লাভলু : আমি বর্তমানে 'পান বাহার' নামে একটি ধারাবাহিক নাটকের কাজ করছি। এর পাশাপাশি চিত্রগ্রহণের কাজ করছি। তবে অভিনয় কমিয়ে দিয়েছি। এছাড়াও বিজ্ঞাপন নির্মাণেও ব্যস্ত রয়েছি। আমি নিজেকে অডিও ভিজ্যুয়াল মিডিয়ার কর্মী মনে করি। আমি এ মিডিয়ায় ভালো কিছু করার চেষ্টা করি। আমার কাছে মনে হয় আমরা যে কাজই করি না কেন তা যেন মানুষ, পরিবার এবং দেশের কল্যাণে আসে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের কাজে লাগে। এ কথাই বলতে চাই মিডিয়াকে আমি ভালোবাসি এবং মিডিয়ার জন্য সময় দিচ্ছি এবং দেব।

রুহুল তাপস

দিন বদলের স্বপ্নে বিভোর প্রীতম

শৈশবের ঘরকুনো ছেলেটির ওপর ভার পড়েছে বালিকাদের সামলে রাখার। বলছিলাম নচিকেতার মতো গুণী শিল্পীর সঙ্গে প্রীতমের সাম্প্রতিক গানের অ্যালবাম 'বালিকা'র কথা। এই অ্যালবামেই নাম ভূমিকার গানটি হচ্ছে বালিকাদের নিয়ে। 'বালিকা তোমার প্রেমের পদ্য দিওনা এমন জনকে যে ফুলে ফুলে বসে মধুপান করে অবশেষে ভাঙে মনকে'এ পথ দোকানের কল্যাণে ইতিমধ্যেই গানটি শ্রোতাদের কানে ধরা দিয়েছে। তারাও হয়তো ভাবছেন এ কেমনতর গান? সত্যিই কি গায়কের ওপর ভার বাড়ল বালিকাদের সামলে রাখার।

কারণ, সমকালীন সংগীতের সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তারা জানেনা আজকাল গান মানেই প্রেম বিরহ আমি তুমি পারমুটেশন আর কম্বিনেশন। সে তুলনায় 'বালিকা' অ্যালবামটি সত্যিই ভিন্নতর।

নবীন গায়ক হয়েও তার মতো একজন স্বনামধন্যে গায়কের সঙ্গে অ্যালবাম বের করার কিভাবে সম্ভব হলো জানতে চাইলে প্রীতম বলেন, 'ব্যাপারটি সম্ভব হয়েছে ইবনে হাসান খানের জন্য। আমি ছোটবেলা থেকেই গান করি। তখন থেকেই নিজে গান লিখে সুর করার প্রবণতা আমার মধ্যে ছিল। এলাকার বড় ভাইদের প্রায়শই এ রকম নিজের কথায়, নিজের সুরে গান গেয়ে চমকে দিতাম। পরবর্তীতে আমার দুটি অ্যালবামও বের হয়। এর পরই ইবনে হাসান খান একদিন বললেন আমাকে নচিদার সঙ্গে অ্যালবাম বের করার জন্য।' কিন্তু প্রীতমের গানের কথা, সুর এবং কণ্ঠ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে অনেকেই বলেন যে প্রীতম নচিকেতাকে নকল করে। বিষয়টি সম্পর্কে প্রীতমের সুস্পষ্ট মতামত এই যে, তিনি মোটেই নকল করেন না। আর নচিকেতা জীবন মুখী গান গায় বলে এ ধরনের গানও যে গাওয়া যাবে না সেটা ঠিক নয়। কারণ, নচিকেতার আগেও অনেকেই জীবনমুখী গান গেয়েছেন। যেমন শচীন দেব বর্মণ, মান্না দে এমন কি সুমন চট্টোপাধ্যায় বা কবির সুমন ও এ ধরনের গান গায়। আর প্রীতমের গান ঠিক জীবনমুখী নয় তার গানগুলিকে সমাজ সচেতনমূলক গান বলা যেতে পারে। তার পূর্বের এক অ্যালবামে গান দিয়ে অবশ্য বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট করেছেন। জীবন সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমি কলেজ জীবন থেকে রাজনীতি শুরু করি। আর তখনই টের পাই যে বর্তমান রাজনীতি মানুষের মুক্তির চেয়ে ব্যক্তির স্বার্থকেই প্রধান করে দেখছে। আমার আশঙ্কা ঘটে। কাজেই রাজনীতিতে ইস্তফা দিয়ে পুরোমাত্রায় গায়ক বনে যাই।' নিজ কথনে তিনি লিখেছেন, 'স্বপ্ন নিয়েই মানুষ বাঁচে, কেউ কেউ স্বপ্ন দেখে সমাজটাকে পৃথিবীটাকে পাল্টে দেবার, স্বপ্ন দেখে দিন বদলের, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সেই স্বপ্ন ঘুরপাক খায়। বাংলা গানের জনপ্রিয় দুই শিল্পী কবির সুমন বা নচিকেতা দু'জনে তেমনই স্বপ্নবাজ মানুষ। সেই স্বপ্ন আমাকেও প্রভাবিত করেছে দিন বদলের স্বপ্নে আজ আমিও বিভোর। পৃথিবী শান্ত হোক আর না হোক, আমি শান্তির পক্ষে।'

সেই দিন বদলের স্বপ্নটা কেমন সে সম্পর্কে প্রীতম বলেন, 'আমি গান দিয়ে দিন বদল করতে চাই । গান মানুষের অনুভূতিকে জাগ্রত করে। আমি আমার গানের মাধ্যমে মানুষের অনুভূতি জাগ্রত করতে চাই। তাকে সচেতন করতে চাই।' বালিকা অ্যালবামটি উৎসর্গ করা হয়েছে এ রকম বাক্য দিয়ে, যারা অশান্ত পৃথিবীকে আরো অশান্ত করতে বন্দুকের ফুলকি নয় বরং পৃথিবীকে ভালোবেসে শান্তির পায়রা উড়াতে চান।

একসময় পরিবারের উৎসাহে তিনি অ্যালবাম বের করতে বিভিন্ন মানুষের দ্বারস্থ হন। সম্মুখীন হন বহু কণ্ঠ পরীক্ষার। অনেকেই তার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে প্রশ্নও করে ফেলতেন গানটা কার যেন? যখনই এটা মুগ্ধ পরীক্ষকরা শুনতে পেতেন গানটির কথা সুর তারই, তখনই হঠাৎ তারা যেন আস্থা হারিয়ে ফেলতেন। পরবর্তীতে প্রীতম নিষ্ঠা ও শ্রমে পৌঁছে যান লক্ষ্যে । প্রীতমের প্রথম অ্যালবামটি বের হয় ১৯৯৯ সালে। সেটা ছিল একটি কালেকটিভ ওয়ার্ক। কিন্তু তার পরবর্তী অ্যালবামের মাধ্যমেই শ্রোতা প্রীতমকে চিনেছে। আর সাম্প্রতিক 'বালিকা' অ্যালবামটি তো তাকে রীতিমতো সফল গায়কের মর্যাদা এনে দিয়েছে। সঙ্গীতের পাশাপাশি প্রীতম ভালো অনুষ্ঠান নির্মানে এগিয়ে যেতে চান।

টিটো রহমান